#RiseWithRICE

RICE IAS

প্রত্যাশিত

MAINS TOPIC

DEEP ANALYSIS

for

IAS মেইনস পরীক্ষা

From

16th to 20th Mar 2026

RICE IAS

সূচক

1. সাধারণ অধ্যয়ন ১ ____ 01

1.1. ইতিহাস ও সংস্কৃতি ____ 01

1.1.1. ভারতীয় জাতীয় পতাকা ও প্রতীক ____ 01

1.1.2. মহাদ সত্যাগ্রহ ____ 05

2. সাধারণ অধ্যয়ন ২ ____ 08

2.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা ____ 08

2.1.1. ভারতের কারাগারে মহামারীর প্রাদুর্ভাব: জনস্বাস্থ্য সংকট হিসেবে স্থানাভাব ____ 08

2.1.2. স্বেচ্ছামৃত্যু এবং মর্যাদার সাথে মৃত্যুর অধিকার ____ 11

1.2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ____ 13

1.2.1. ভারতের প্রতিবেশী নীতি ____ 13

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

সাধারণ অধ্যয়ন ১

1.1. ইতিহাস ও সংস্কৃতি

1.1.1. ভারতীয় জাতীয় পতাকা ও প্রতীক

সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি হার্দিক পান্ডিয়ার বিরুদ্ধে জাতীয় পতাকাকে অসম্মান করার অভিযোগ ওঠায় **ভারতের পতাকা বিধি (Flag Code of India), ২০০২** এবং **জাতীয় সম্মানের অবমাননা প্রতিরোধ আইন, ১৯৭১**-এর দিকে নতুন করে নজর দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় প্রতীক সংক্রান্ত আইনি কাঠামো

১. **জাতীয় সম্মানের অবমাননা প্রতিরোধ আইন, ১৯৭১**

- **পরিধি:** জাতীয় পতাকা, সংবিধান এবং জাতীয় সঙ্গীতসহ দেশের জাতীয় প্রতীকগুলোর অবমাননা বা অপব্যবহার নিষিদ্ধ করে।
- **প্রধান অপরাধ:** জনসমক্ষে বা জনসাধারণের দৃষ্টিগোচরে পতাকা পোড়ানো, বিকৃত করা, মাড়ানো বা অন্য কোনোভাবে অসম্মান প্রদর্শন করা।
- **শাস্তি:** ৩ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, বা জরিমানা, অথবা উভয়ই।

২. **ভারতের পতাকা বিধি, ২০০২**

- **মূল বিধান:**
  - **সার্বজনীন অধিকার:** ২০০২ সাল থেকে বেসরকারি নাগরিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাগুলো বছরের সব দিন (মর্যাদার সাথে) পতাকা উত্তোলন করতে পারে।
  - **উপাদান:** হাতে কাটা, হাতে বোনা বা মেশিনে তৈরি পতাকা (তুলা, পলিয়েস্টার, উল, সিল্ক, খাদি) ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে।
  - **প্রদর্শনের নিয়ম:** পতাকাকে সবসময় সম্মানের স্থানে এবং স্পষ্টভাবে স্থাপন করতে হবে। কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে অভিবাদন জানাতে পতাকাটি কখনোই নিচু করা যাবে না।
  - **২০২২ সালের সংশোধনী:** খোলা জায়গায় বা বাড়ির উপরে প্রদর্শিত হলে দিন এবং রাত—উভয় সময়েই পতাকা ওড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে (আগে এটি কেবল সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ছিল)।

৩. **সাংবিধানিক বিধান**

- **ধারা ৫১এ(এ):** সংবিধান মেনে চলা এবং এর আদর্শ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, **জাতীয় পতাকা** ও **জাতীয় সঙ্গীতকে** শ্রদ্ধা করা প্রতিটি নাগরিকের একটি **মৌলিক কর্তব্য**।
- **ধারা ১৯(১)(এ):** সুপ্রিম কোর্ট (**ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম নবীন জিন্দাল, ২০০৪**) রায় দিয়েছে যে, জাতীয় পতাকা ওড়ানো একজন নাগরিকের আনুগত্য এবং গর্ব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে একটি **মৌলিক অধিকার**।

৪. **প্রতীক ও নাম (অনুচিত ব্যবহার প্রতিরোধ) আইন, ১৯৫০**

- **পরিধি:** পূর্ব অনুমতি ছাড়া বাণিজ্যিক বা পেশাদার উদ্দেশ্যে জাতীয় পতাকা, সরকারি সিলমোহর, রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের সরকারি সীল ইত্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ করে।

ভারতীয় জাতীয় পতাকার বিবর্তন

- **১৯০৬/১৯০৭ (কলকাতা পতাকা):** শচীন্দ্র প্রসাদ বসু এবং সুকুমার মিত্রের নকশা করা প্রাথমিক তেরঙা পতাকা (সবুজ, হলুদ, লাল)।
- **১৯০৭ (ভিকাজি কামা):** মাদাম কামা প্রথম ব্যক্তি হিসেবে বিদেশের মাটিতে (স্টুটগার্ট, জার্মানি) ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।
- **১৯১৭ (হোম রুল আন্দোলন):** অ্যানি বেসান্ত এবং তিলক পাঁচটি লাল ও চারটি সবুজ অনুভূমিক স্ট্রাইপ বিশিষ্ট একটি পতাকা ব্যবহার করেছিলেন।
- **১৯২১ (পিঙ্গালি ভেঙ্কাইয়া):** তিনি একটি **চরকা** (সুতো কাটার চাকা) সহ একটি নকশা প্রস্তাব করেন, যা মহাত্মা গান্ধী সমর্থন করেছিলেন।
- **১৯৪৭ (চূড়ান্ত গ্রহণ):** গণপরিষদ গেরুয়া, সাদা এবং সবুজ তেরঙা পতাকাকে গ্রহণ করে, যেখানে চরকার পরিবর্তে ২৪টি স্পোক বিশিষ্ট **অশোক চক্র** স্থান পায়।

প্রতীকীবাদ ও জাতীয় পরিচয়

১. **তেরঙা (তিরঙ্গা) – মূল তাৎপর্য**
   - **গেরুয়া (কেশরী):** দেশের শক্তি ও সাহসের প্রতীক।
   - **সাদা:** ধর্মচক্রের সাথে শান্তি ও সত্যের প্রতীক।
   - **সবুজ:** ভূমির উর্বরতা, বৃদ্ধি এবং শুভলক্ষণ নির্দেশ করে।
   - **অশোক চক্র:** এটি "ধর্মের চাকা" বা "আইনের চাকা"।
     - **২৪টি স্পোক:** দিনের ২৪ ঘণ্টার প্রতীক, যা গতিশীলতা ও প্রগতির প্রতিনিধিত্ব করে ("গতিই জীবন, স্থবিরতাই মৃত্যু")।
     - **ঐতিহাসিক সংযোগ:** এটি মৌর্য সম্রাট অশোকের **সারনাথ সিংহ স্তম্ভ** থেকে নেওয়া হয়েছে।

২. **আবেগীয় ও মনস্তাত্ত্বিক সংযোগ**
   - **ঐক্যবদ্ধ করার শক্তি:** স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় জাতি, ধর্ম এবং ভাষাগত বাধা অতিক্রম করে এই পতাকা একটি সাধারণ পরিচয় হিসেবে কাজ করেছিল।
   - **জাতীয় গর্ব:** এটি জাতির সার্বভৌমত্বের প্রতিনিধিত্ব করে। সুপ্রিম কোর্ট উল্লেখ করেছে যে, পতাকা ওড়ানো হলো "আনুগত্য এবং গর্বের" প্রকাশ।
   - **ত্যাগ:** পতাকাটি সেই শহীদদের আত্মত্যাগের এক নীরব স্মারক যারা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন।

৩. **জাতীয় পরিচয় ও ধর্মনিরপেক্ষতা**
   - **অন্তর্ভুক্তিমূলক নকশা:** শুরুর দিকের সংস্করণগুলোতে ধর্মীয় ইঙ্গিত থাকলেও (হিন্দুদের জন্য লাল, মুসলিমদের জন্য সবুজ), ১৯৪৭ সালের চূড়ান্ত নকশাটি ধর্মনিরপেক্ষ মূলবোধের (সাহস, শান্তি এবং প্রবৃদ্ধি) দিকে অগ্রসর হয়েছে।
   - **জাতীয় সঙ্গীত বনাম জাতীয় গান:** * **জন গণ মন:** ভারতের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য প্রতিফলিত করায় এটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে, যা একটি ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় পরিচয়কে শক্তিশালী করে।
     - **বন্দে মাতরম:** এটি সমমর্যাদার সাথে "জাতীয় গান" হিসেবে রয়েছে, যা বিপ্লবী চেতনা এবং মাতৃভূমি হিসেবে ভারতের রূপক স্বরূপ।

৪. **সাংবিধানিক দেশপ্রেম**

- **প্রতীকের ঊর্ধ্বে:** জাতীয় পরিচয় কেবল প্রতীকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি সেই আদর্শগুলোর সাথে যুক্ত যার প্রতিনিধিত্ব এই পতাকা করে: **ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সমতা এবং ভ্রাতৃত্ব**।
- **কর্তব্যপরায়ণতা:** এই প্রতীকগুলোকে সম্মান করা একটি মৌলিক কর্তব্য (ধারা ৫১এ), যা ব্যক্তিগত পরিচয়কে সম্মিলিত জাতীয় চেতনার সাথে যুক্ত করে।

প্রতীকীবাদ ও জাতীয় পরিচয়

১. **তেরঙা (তিরঙ্গা) – মূল তাৎপর্য**

- **গেরুয়া (কেশরী):** দেশের শক্তি ও সাহসের প্রতীক।
- **সাদা:** শান্তি ও সত্যের প্রতীক, যার কেন্দ্রে রয়েছে ধর্মচক্র।
- **সবুজ:** ভূমির উর্বরতা, বৃদ্ধি এবং শুভলক্ষণ নির্দেশ করে।
- **অশোক চক্র:** এটি "ধর্মের চাকা" বা "আইনের চাকা"।
  - **২৪টি স্পোক:** দিনের ২৪ ঘণ্টার প্রতীক, যা গতিশীলতা ও প্রগতির প্রতিনিধিত্ব করে ("গতিই জীবন, স্থবিরতাই মৃত্যু")।
  - **ঐতিহাসিক সংযোগ:** এটি মৌর্য সম্রাট অশোকের **সারনাথ সিংহ স্তম্ভ** থেকে নেওয়া হয়েছে।

২. **আবেগীয় ও মনস্তাত্ত্বিক সংযোগ**

- **ঐক্যবদ্ধ করার শক্তি:** স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় জাতি, ধর্ম এবং ভাষাগত বাধা অতিক্রম করে এই পতাকা একটি সাধারণ পরিচয় হিসেবে কাজ করেছিল।
- **জাতীয় গর্ব:** এটি জাতির সার্বভৌমত্বের প্রতিনিধিত্ব করে। ২০০৪ সালের **ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম নবীন জিন্দাল** মামলায় সুপ্রিম কোর্ট উল্লেখ করেছে যে, পতাকা ওড়ানো হলো "আনুগত্য এবং গর্বের" প্রকাশ।
- **ত্যাগ:** পতাকাটি সেইসব শহীদদের আত্মত্যাগের এক নীরব স্মারক যারা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন।

৩. **জাতীয় পরিচয় ও ধর্মনিরপেক্ষতা**

- **অন্তর্ভুক্তিমূলক নকশা:** শুরুর দিকের সংস্করণগুলোতে ধর্মীয় ইঙ্গিত থাকলেও (হিন্দুদের জন্য লাল, মুসলিমদের জন্য সবুজ), ১৯৪৭ সালের চূড়ান্ত নকশাটি ধর্মনিরপেক্ষ মূলবোধের (সাহস, শান্তি এবং প্রবৃদ্ধি) দিকে অগ্রসর হয়েছে।
- **জাতীয় সঙ্গীত বনাম জাতীয় গান:** ভারতের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য প্রতিফলিত করার কারণে **'জন গণ মন'** গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, **'বন্দে মাতরম'** গানটি বিপ্লবী চেতনা ও মাতৃভূমিকে মায়ের রূপে বন্দনার প্রতীক হিসেবে সমান মর্যাদার সাথে "জাতীয় গান" হিসেবে স্বীকৃত।

৪. **সাংবিধানিক দেশপ্রেম**

- **প্রতীকের ঊর্ধ্বে:** জাতীয় পরিচয় কেবল পতাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি সেই আদর্শগুলোর সাথে যুক্ত যার প্রতিনিধিত্ব এই পতাকা করে: **ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সমতা এবং ভ্রাতৃত্ব**।
- **কর্তব্যপরায়ণতা:** এই প্রতীকগুলোকে সম্মান করা একটি **মৌলিক কর্তব্য** (ধারা ৫১এ), যা ব্যক্তিগত পরিচয়কে সম্মিলিত জাতীয় চেতনার সাথে যুক্ত করে।

জাতীয় সঙ্গীত বনাম জাতীয় গান: একটি তুলনা

বৈশিষ্ট্য	জাতীয় সঙ্গীত (জন গণ মন)	জাতীয় গান (বন্দে মাতরম)
রচয়িতা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১১)	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭০-এর দশক)

উৎস	মূলত বাংলা ভাষায় রচিত একটি ব্রহ্মসঙ্গীত।	'আনন্দমঠ' উপন্যাস (১৮৮২) থেকে নেওয়া।
গৃহীত হওয়া	২৪ জানুয়ারি, ১৯৫০ (গণপরিষদ দ্বারা)।	২৪ জানুয়ারি, ১৯৫০ (সমমর্যাদায়)।
প্রতীকীবাদ	ধর্মনিরপেক্ষতা ও বৈচিত্র্যের (ভৌগোলিক/সাংস্কৃতিক) প্রতীক।	উপনিবেশবাদ বিরোধী প্রতিরোধ ও বিপ্লবী উদ্দীপনার প্রতীক।
ভাষা	সাধু ভাষা বা তৎসম প্রধান বাংলা।	সংস্কৃত ও বাংলার মিশ্রণ।
প্রথম গাওয়া হয়	১৯১১ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে।	১৮৯৬ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গেয়েছিলেন)।
আইনি মর্যাদা	১৯৭১ সালের আইনের অধীনে সুরক্ষিত।	সমমর্যাদা সম্পন্ন হলেও এটি না গাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনো দণ্ডবিধি নেই।

'জন গণ মন' গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে বেছে নেওয়ার প্রধান কারণ ছিল এর লিরিক্স বা কথাগুলো অনেক বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ধর্মনিরপেক্ষ, যা ভারতের বিশাল ভূগোল এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একত্রিত করে।

মূল চ্যালেঞ্জ: জাতীয় প্রতীক এবং পরিচয়

- **বাধ্যতামূলক বনাম স্বতঃস্ফূর্ত দেশপ্রেম:** দেশপ্রেম আবেগ থেকে আসবে নাকি রাষ্ট্র চাপিয়ে দেবে—সেই বিতর্ক। **বিজো ইমানুয়েল (১৯৮৬)** মামলা অনুযায়ী, অসম্মান না করে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকাও সম্মানের বহিঃপ্রকাশ হতে পারে।
- **অপব্যবহার ও বাণিজ্যিকীকরণ:** বিশেষ করে প্লাস্টিকের পতাকার যত্রতত্র ব্যবহার এবং ১৯৫০ সালের আইন অমান্য করে বাণিজ্যিক পোশাকে বা ব্র্যান্ডিংয়ে পতাকার অবৈধ ব্যবহার রোধ করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
- **অন্তর্ভুক্তিতা বনাম ধর্মীয় ভাবমূর্তি:** 'বন্দে মাতরম'-এর বিপ্লবী রূপক (ভারতকে দেবী হিসেবে কল্পনা করা) এবং আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা।
- **ভিন্নমত বনাম জাতীয় সম্মান:** রাজনৈতিক প্রতিবাদের অধিকার এবং ১৯৭১ সালের অবমাননা বিরোধী আইনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা, যাতে প্রতিবাদ যেন ইচ্ছাকৃত অবমাননায় পরিণত না হয়।
- **সাংবিধানিক দেশপ্রেম:** কেবল আনুষ্ঠানিক আচার-সর্বস্ব দেশপ্রেম (পতাকা উত্তোলন/সঙ্গীত) থেকে সরে এসে ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা ও সমতার মতো মূল সাংবিধানিক মূল্যবোধগুলোকে ধারণ করা।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

- **সাংবিধানিক দেশপ্রেমের প্রচার:** জোরপূর্বক জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃত্বের ওপর ভিত্তি করে একটি মূল্যবোধভিত্তিক পরিচয় গড়ে তোলা।
- **সচেতনতা ও শিক্ষা:** ভয় দেখিয়ে নয়, বরং শিক্ষার মাধ্যমে প্রতীকের মর্যাদা বোঝাতে স্কুলের পাঠ্যক্রমে **ভারতের পতাকা বিধি, ২০০২** অন্তর্ভুক্ত করা।
- **টেকসই প্রতীকীবাদ:** প্লাস্টিকের পতাকা নিষিদ্ধ করা এবং পরিবেশবান্ধব বা খাদি সামগ্রীর ব্যবহার উৎসাহিত করা যাতে উৎসবের পর প্রতীকের অমর্যাদা না হয়।
- **বিচারবিভাগীয় ধারাবাহিকতা:** বিজো ইমানুয়েল (১৯৮৬) মামলার নীতি বজায় রাখা—অর্থাৎ সম্মানজনক ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার রক্ষা করা এবং ইচ্ছাকৃত অবমাননাকে শাস্তি দেওয়া।
- **উদ্‌যাপনে অন্তর্ভুক্তিতা:** নিশ্চিত করা যেন জাতীয় প্রতীকগুলো ভারতের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক কাঠামোর প্রতিনিধিত্ব করে এবং ঐক্যবদ্ধ করার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

উপসংহার

ভারতকে প্রথাগত বা আনুষ্ঠানিক জাতীয়তাবাদ থেকে **সাংবিধানিক দেশপ্রেমের** দিকে এগিয়ে যেতে হবে। জাতীয় প্রতীকের পবিত্রতা রক্ষার পাশাপাশি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বজায় রাখাই হলো আধুনিক ভারতের লক্ষ্য। অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং স্বতঃস্ফূর্ত সম্মানই ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে শক্তিশালী করবে।

Q. Trace the evolution of the Indian national flag and examine its role as a symbol of unity during the freedom struggle.

1.1.2. মহাদ সত্যাগ্রহ

মহাদ সত্যাগ্রহ কী?

এটি ছিল একটি অহিংস সামাজিক আন্দোলন যা **১৯২৭ সালের ২০শে মার্চ** মহারাষ্ট্রের **মহাদ** নামক স্থানে **ডঃ বি.আর. আম্বেদকরের** নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল। এর মূল লক্ষ্য ছিল দলিত সম্প্রদায়ের (তৎকালীন 'অস্পৃশ্য') মানুষের জন্য **চবদার পুকুর** থেকে জল ব্যবহারের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এটি একটি পাবলিক রিসোর্স বা সরকারি সম্পত্তি হওয়া সত্ত্বেও প্রথাগতভাবে তাদের এটি ব্যবহারে বাধা দেওয়া হতো।

মহাদ সত্যাগ্রহের পটভূমি

- **এস.কে. বোলে প্রস্তাব (১৯২৩):** বম্বে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল একটি প্রস্তাব পাস করে, যেখানে সরকারি অর্থে পরিচালিত সমস্ত জলাশয়, কুয়ো এবং স্কুলে 'অস্পৃশ্য'দের প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয়।
- **স্থানীয় অবজ্ঞা:** আইন থাকা সত্ত্বেও এবং ১৯২৪ সালে মহাদ মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এটি মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং অনেক ক্ষেত্রে সহিংসতা ও সামাজিক বয়কটের পথ বেছে নেয়।
- **প্রাতিষ্ঠানিক সংহতি: 'বহিষ্কৃত হিতকারিণী সভা'**-র ব্যানারে আম্বেদকর এই স্থানীয় সমস্যাটিকে একটি জাতীয় নাগরিক অধিকার আন্দোলনে রূপান্তরিত করেন।

মহাদ সত্যাগ্রহের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. **প্রতীকী প্রতিবাদ (২০শে মার্চ, ১৯২৭)**
   - **সরাসরি পদক্ষেপ:** ডঃ আম্বেদকর হাজার হাজার অনুসারীকে নিয়ে চবদার পুকুরের দিকে পদযাত্রা করেন। তিনি নিজে প্রথম জল পান করেন এবং এরপর তাঁর অনুসারীরাও তা অনুসরণ করেন।
   - **কুসংস্কার ভাঙা:** এই কাজটির মাধ্যমে 'স্পর্শ করলে জল অপবিত্র হয়'—এই ভুল ধারণাটি ভেঙে দেওয়া হয়। এটি কেবল জল খাওয়ার লড়াই ছিল না, বরং এটি ছিল **নাগরিক সাম্য** প্রদর্শনের একটি লড়াই।

২. **"মনুস্মৃতি দহন" (২৫শে ডিসেম্বর, ১৯২৭)**
   - **দ্বিতীয় পর্যায়:** প্রথম প্রতিবাদের পর রক্ষণশীল গোষ্ঠী গরুর মূত্র ও গোবর দিয়ে পুকুরটি 'পবিত্র' করার অনুষ্ঠান করে। এর প্রতিবাদে দ্বিতীয় দফায় সত্যাগ্রহের আয়োজন করা হয়।
   - **আমূল পরিবর্তন:** আম্বেদকর এবং তাঁর অনুসারীরা **মনুস্মৃতি** পুড়িয়ে ফেলেন, যা জাতিভেদ প্রথা ও বৈষম্যের উৎস হিসেবে বিবেচিত হতো। এটি ছিল জাতিভিত্তিক ধর্মীয় শোষণের সরাসরি প্রত্যাখ্যান।

৩. **নারীদের অংশগ্রহণ**
   - **লিঙ্গ সমতা:** প্রথমবারের মতো এত বড় সামাজিক আন্দোলনে মহিলারা সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।

- **সামাজিক সংস্কার:** আম্বেদকর দলিত মহিলাদের তাঁদের পোশাক পরার ধরণ পরিবর্তনের (যেমন—অন্যান্য মহিলাদের মতো শাড়ি পরা) আহ্বান জানান, যাতে তাঁদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া 'দাসত্বের চিহ্ন' মুছে ফেলে তাঁরা **মর্যাদা** ফিরে পান।

৪. **অহিংস দৃষ্টিভঙ্গি**

- **কঠোর শৃঙ্খলা:** প্রথম মিছিলের পর রক্ষণশীলদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও, আম্বেদকর নিশ্চিত করেছিলেন যে তাঁর অনুসারীরা যাতে কোনোভাবেই হিংসার আশ্রয় না নেন।
- **সাংবিধানিক পদ্ধতি:** তিনি বারবার জোর দিয়েছিলেন যে এই লড়াই কোনো আইন ভাঙার জন্য নয়, বরং সরকারি প্রস্তাব (বোলে প্রস্তাব) **আইনিভাবে প্রয়োগ** করার জন্য।

৫. **ধর্মনিরপেক্ষ ও অধিকার-ভিত্তিক**

- **ধর্মীয় আন্দোলন নয়:** মন্দির-প্রবেশ আন্দোলনের মতো এটি কেবল ধর্মীয় বিষয় ছিল না। মহাদ সত্যাগ্রহ ছিল **নাগরিক অধিকার** সংক্রান্ত। এটি জল ব্যবহারের মতো একটি প্রাকৃতিক ও মৌলিক অধিকারের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল।
- **"মানুষকি" (মানবতা):** এর মূল দর্শন ছিল জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের **মর্যাদা** প্রতিষ্ঠা করা।

৬. **আইনি জয় (১৯৩৭)**

- **আইনের শাসন:** এই সংগ্রাম কেবল পুকুরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা আদালতে পৌঁছায়। দীর্ঘ দশ বছরের আইনি লড়াইয়ের পর ১৯৩৭ সালে **বম্বে হাইকোর্ট** রায় দেয় যে দলিতদের ওই জলাশয় ব্যবহারের আইনি অধিকার আছে। কোর্ট স্পষ্ট করে দেয় যে কোনো 'প্রথা' বা 'রেওয়াজ' মানুষের **আইনি অধিকারকে** খর্ব করতে পারে না।

মহাদ সত্যাগ্রহের গুরুত্ব

১. **সংবিধানের "প্রথম মহড়া"**

- **করুণার বদলে অধিকার:** এটি দলিতদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেয়। তাঁরা দয়া বা করুণা ভিক্ষার বদলে একজন সমান নাগরিক হিসেবে নিজেদের **মৌলিক অধিকার** দাবি করতে শেখেন।
- **১৭ নম্বর অনুচ্ছেদের পথপ্রদর্শক:** মহাদ সত্যাগ্রহের দাবিগুলোই পরবর্তীকালে ভারতীয় সংবিধানের **১৭ নম্বর অনুচ্ছেদ** (অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ) এবং **১৫ নম্বর অনুচ্ছেদ** (বৈষম্য বিরোধী আইন) তৈরির ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

২. **গণ-আন্দোলনের সূচনা**

- **রাজনৈতিক সচেতনতা:** এটি ছিল প্রথমবার যখন 'নিপীড়িত শ্রেণি' এত বড় আকারে সংগঠিত হয়ে সরাসরি প্রতিবাদের মাধ্যমে সামাজিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল।
- **প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি:** এটি **বহিষ্কৃত হিতকারিণী সভা**-কে একটি শক্তিশালী সামাজিক শক্তিতে পরিণত করে, যা কেবল আবেদনের বদলে সরাসরি লড়াইয়ে বিশ্বাসী ছিল।

৩. **বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রতীকী পরিবর্তন**

- **বৈষম্য বর্জন:** ১৯২৭ সালে মনুস্মৃতি দহন ছিল প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি চরম বুদ্ধিবৃত্তিক বিদ্রোহ। এটি প্রমাণ করে যে নিপীড়িত সমাজ আর অসমতার কোনো ধর্মীয় ব্যাখ্যা মেনে নেবে না।
- **অধিকারের ধর্মনিরপেক্ষীকরণ:** জলের মতো একটি সাধারণ পরিষেবার জন্য লড়াই করে আম্বেদকর বিষয়টিকে একটি **ধর্মনিরপেক্ষ মানবাধিকার** ইস্যু হিসেবে তুলে ধরেন।

৪. **নারী ক্ষমতায়ন**

- **ঐতিহাসিক ভাষণ:** সত্যাগ্রহ চলাকালীন মহিলাদের উদ্দেশে দেওয়া আম্বেদকরের ভাষণটি **ভারতীয় নারীবাদের** ইতিহাসে একটি মাইলফলক। তিনি তাঁদের সন্তানদের শিক্ষিত করতে এবং দাসত্বের চিহ্ন ত্যাগ করতে উৎসাহিত করেন, কারণ তিনি জানতেন মহিলারাই সামাজিক পরিবর্তনের মূল কারিগর।

তুলনা: মহাদ বনাম লবণ সত্যাগ্রহ

বৈশিষ্ট্য	মহাদ সত্যাগ্রহ (১৯২৭)	লবণ সত্যাগ্রহ (১৯৩০)
প্রধান প্রতিপক্ষ	**অভ্যন্তরীণ:** "সামন্ততান্ত্রিক-জাতপাত" ভিত্তিক নিপীড়ন এবং উচ্চবর্ণের সামাজিক ব্যবস্থা।	**বাহ্যিক:** ব্রিটিশ রাজের "ঔপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদী" শোষণ।
মূল "সম্পদ"	**জল:** জন্মের (জাতপাত) ভিত্তিতে অস্বীকার করা একটি প্রাকৃতিক ও জীবনদায়ী সম্পদ।	**লবণ:** রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে রাষ্ট্রের আরোপিত করযুক্ত একটি দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্য (ঔপনিবেশিক আইন)।
মূল দর্শন	**মানুষকি (মানবতাবাদ):** মানুষের মর্যাদা এবং "সামাজিক নাগরিকত্ব" পুনরুদ্ধারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।	**স্বরাজ (স্বশাসন):** রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব এবং "জাতীয় স্বাধীনতা"র ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।
আইনি কারণ	স্থানীয় রক্ষণশীল গোষ্ঠী কর্তৃক ১৯২৩ সালের **বোলে প্রস্তাব** অমান্য করা।	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক ১৮৮২ সালের **লবণ আইন** অমান্য করা।
নারীদের অন্তর্ভুক্তি	**আমূল পরিবর্তনকারী:** মহিলাদের জাতিভিত্তিক দাসত্বের দৃশ্যমান চিহ্নগুলো ত্যাগ করতে উৎসাহিত করা হয়েছিল (আম্বেদকরের ১৯২৭ সালের ভাষণ)।	**ব্যাপক:** আইন অমান্য আন্দোলনের সামনের সারিতে মহিলারা যোগ দিয়েছিলেন।
প্রধান প্রতীকী কাজ	**চবদার পুকুর** থেকে জল পান করা এবং **মনুস্মৃতি** দহন করা।	ডান্ডি উপকূলে **লবণ** তৈরি করা।
সাংবিধানিক ঐতিহ্য	সংবিধানের **১৫, ১৭ এবং ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের** সরাসরি পূর্বসূরী।	রাজনৈতিক অংশগ্রহণের **মৌলিক অধিকারের** ভিত্তি।

উপসংহার

মহাদ সত্যাগ্রহ আজও সংবিধানের **১৭ নম্বর অনুচ্ছেদের** মূল ভিত্তি হিসেবে টিকে আছে। বর্তমানে এটি একটি **"ডিজিটাল মহাদ"**-এ রূপান্তরিত হয়েছে, যা সমস্ত নাগরিকের জন্য **ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার** (DPI) এবং তথ্যের মর্যাদা নিশ্চিত করার অনুপ্রেরণা জোগায়।

Q. "While the Salt Satyagraha challenged the legitimacy of a foreign power, the Mahad Satyagraha challenged the moral authority of an unequal internal social order." In light of this statement, evaluate the significance of the Mahad Satyagraha (1927) in laying the ethical and legal foundations of the Indian Constitution.

***

সাধারণ অধ্যয়ন ২

2.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা

2.1.1. ভারতের কারাগারে মহামারীর প্রাদুর্ভাব: জনস্বাস্থ্য সংকট হিসেবে স্থানাভাব

প্রেক্ষাপট

ভারতের কারাগার ব্যবস্থা বর্তমানে একটি গুরুতর জনস্বাস্থ্য সংকটের সম্মুখীন। জলপাইগুড়িতে HSV **প্রাদুর্ভাব (২০২৫–২৬)** এই ব্যবস্থার গভীর কাঠামোগত দুর্বলতাগুলোকে উন্মোচিত করেছে। দীর্ঘস্থায়ী **অতিরিক্ত ভিড়** (Overcrowding), নিম্নমানের স্যানিটেশন এবং অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা কারাগারগুলোকে যক্ষ্মা (TB), এইচআইভি (HIV) এবং কোভিডের মতো রোগের উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত করেছে। ফলে, কারাগারের স্বাস্থ্য এখন জনস্বাস্থ্য, শাসনব্যবস্থা এবং **মানবাধিকারের** (Human Rights) মিলনস্থলে দাঁড়িয়ে আছে।

ভূমিকা

- একটি সাংবিধানিক গণতন্ত্রে কারাগার কেবল শাস্তিমূলক স্থান নয়, বরং এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে রাষ্ট্রকে বন্দিদের মর্যাদা এবং মৌলিক অধিকার রক্ষা করতে হয়। **সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ** (Article 21) অনুযায়ী, বন্দিদের স্বাস্থ্য এবং মানবিক আচরণের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।
- তবে সাংবিধানিক আদর্শ এবং বাস্তবতার মধ্যে একটি স্পষ্ট ব্যবধান রয়েছে। ভারতের কারাগারগুলো মূলত স্থানাভাব, সেকেলে অবকাঠামো এবং স্বাস্থ্যসেবার **পদ্ধতিগত অবহেলার** (Systemic neglect) শিকার।

কেন কারাগারের স্বাস্থ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক উদ্বেগ

১. **জনস্বাস্থ্যের বাহ্যিক প্রভাব** (Public Health Externalities)

- **রোগের উচ্চ সংক্রমণ:** অতিরিক্ত ভিড় এবং অপর্যাপ্ত ভেন্টিলেশনের কারণে কারাগারগুলো **'রোগবিস্তারকারী কেন্দ্রে'** (Epidemiological amplifiers) পরিণত হয়। এখানে সাধারণ জনসংখ্যার তুলনায় যক্ষ্মা হওয়ার হার প্রায় ৫ গুণ বেশি।
- **সমাজে ছড়িয়ে পড়া:** কারাকর্মী, দর্শনার্থী এবং মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিদের মাধ্যমে সংক্রমণ কারাগারের দেয়াল পেরিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, যা একে একটি বৃহত্তর **জনস্বাস্থ্য সংকটে** পরিণত করে।

২. **মানবাধিকার এবং সাংবিধানিক নৈতিকতা**

- **মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন:** পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত করা ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের পরিপন্থী এবং **সাংবিধানিক নৈতিকতাকে** (Constitutional morality) ক্ষুণ্ণ করে।
- **রাষ্ট্রের ইতিবাচক বাধ্যবাধকতা:** বিচারবিভাগীয় রায় অনুযায়ী, কারাবাস মানেই মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া নয়। বন্দিদের মানবিক পরিবেশ ও চিকিৎসা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের একটি আবশ্যিক দায়িত্ব।

৩. **ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দক্ষতার সূচক**

- **বিপুল সংখ্যক বিচারাধীন বন্দি** (Undertrials): মোট বন্দির ৭৫–৮০% বিচারাধীন হওয়া তদন্ত, প্রসিকিউশন এবং বিচার প্রক্রিয়ার অদক্ষতাকে নির্দেশ করে।
- **কাঠামোগত ত্রুটি:** অতিরিক্ত ভিড় ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার গভীর ত্রুটিগুলোকে প্রতিফলিত করে, যার জন্য ব্যাপক **প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার** (Institutional reforms) প্রয়োজন।

৪. **সামাজিক ন্যায়বিচারের দিক**

- **প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অবস্থান:** কারাগারের অধিকাংশ বন্দি আর্থ-সামাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠী থেকে আসে।
- **অসমতা বৃদ্ধি:** কারাগারের স্বাস্থ্যসেবার অবহেলা বিদ্যমান বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে এবং বঞ্চনার চক্রকে স্থায়ী করে।

ভারতের কারাগার ইকোসিস্টেমের পদ্ধতিগত চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **কাঠামোগত অতিরিক্ত ভিড় (Structural Overcrowding):** ভারতের অনেক কারাগারে ধারণক্ষমতার ১৫০% বেশি বন্দি থাকে। যেমন- কান্দি সাব-জেলে এটি ৪০০% ছাড়িয়ে গেছে। তিহার বা আর্থার রোড জেলও এর ব্যতিক্রম নয়।

- **প্রভাব:** ভিড়ের কারণে মৌলিক পরিচ্ছন্নতা এবং **শারীরিক দূরত্ব (Physical distancing)** বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

২. **বিচারাধীন বন্দির উচ্চ হার:** বিচার বিলম্ব এবং জামিনের ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক বাধার কারণে কারাগারে বিচারাধীন বন্দির সংখ্যা অত্যধিক।

- **প্রভাব:** কারাগারগুলো সংশোধন কেন্দ্রের বদলে 'আটক কেন্দ্রে' পরিণত হয়েছে, যা **'দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ'**—এই নীতিকে ক্ষুণ্ণ করে।

৩. **অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য অবকাঠামো:** কারাগারের স্বাস্থ্য বিভাগে চিকিৎসাকর্মীদের **৪৩% শূন্যপদ** রয়েছে। এছাড়া মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের চরম অভাব লক্ষ্য করা যায়।

- **প্রভাব:** সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার অভাবে সাধারণ রোগও প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে।

৪. **উচ্চ রোগব্যাধি (High Disease Burden):** HSV, TB এবং HIV-এর বারবার প্রাদুর্ভাব ব্যবস্থার দুর্বলতাকে নির্দেশ করে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংক্রামক ব্যাধি ছড়াতে সাহায্য করে।

৫. **শাসনব্যবস্থা ও নীতির অভাব: মডেল প্রিজন ম্যানুয়াল (২০১৬)**-এর অসম বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব একটি বড় শাসনতান্ত্রিক ঘাটতি।

৬. **মানসিক স্বাস্থ্যের অবহেলা:** মনোবিজ্ঞানী এবং কাউন্সেলরদের অভাব এবং কারাগারের পীড়াদায়ক পরিবেশ একটি **নীরব মানসিক স্বাস্থ্য সংকট** তৈরি করছে, যা পুনর্বাসনের লক্ষ্যকে ব্যাহত করে।

এখানে প্রবন্ধের বাকি অংশের মার্জিত বাংলা অনুবাদ এবং বিশ্লেষণ দেওয়া হলো। UPSC-র জন্য প্রয়োজনীয় **কী-ওয়ার্ড (Key Words)** গুলো বোল্ড করে দেওয়া হয়েছে:

অন্যান্য দেশের পরিস্থিতি

উন্নয়নশীল দেশসমূহ

- **ফিলিপাইন:** কুইজন সিটি জেল (Quezon City Jail) এর একটি প্রকট উদাহরণ, যা ধারণক্ষমতার **৫০০% এরও বেশি** বন্দি নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে।
- **ব্রাজিল:** দেশটির কারাগার ব্যবস্থা অতিরিক্ত ভিড়, সহিংসতা এবং **সংক্রামক ব্যাধির (Infectious diseases)** চক্রে আবদ্ধ।
- **দক্ষিণ আফ্রিকা:** কারাগারগুলোতে এইচআইভি (HIV) এবং যক্ষ্মার (TB) উচ্চ প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়, যা স্বাস্থ্যসেবার **পদ্ধতিগত অপর্যাপ্ততাকে (Systemic inadequacies)** প্রতিফলিত করে।

উন্নত দেশসমূহ (Developed Countries)

- **যুক্তরাষ্ট্র:** উন্নত অবকাঠামো থাকা সত্ত্বেও দেশটি **গণ-কারাবাস (Mass incarceration)** এবং রাইকার্স আইল্যান্ডের (Rikers Island) মতো সংশোধনাগারগুলোতে মহামারীর প্রাদুর্ভাব নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে।
- **যুক্তরাজ্য:** এখানেও অতিরিক্ত ভিড় এবং কারাগারের পরিস্থিতির অবনতি ঘটার খবর পাওয়া গেছে।

- **ইউরোপীয় দেশ (ইতালি ও ফ্রান্স):** অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে **মানবিক মর্যাদার মানদণ্ড** (Human dignity norms) লঙ্ঘনের দায়ে এই দেশগুলো বিচার বিভাগীয় তিরস্কারের সম্মুখীন হয়েছে।

উত্তরণের পথ

১. **তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপ** (Immediate Interventions)
   - কারাগারে প্রবেশের সময় বাধ্যতামূলক **স্বাস্থ্য পরীক্ষা** (Health screening)।
   - সংক্রামক ব্যাধির জন্য পর্যায়ক্রমিক পরীক্ষা।
   - **আইসোলেশন এবং কোয়ারেন্টাইন** (Isolation and quarantine) সুবিধার ব্যবস্থা করা।
   - জরুরি মহামারী মোকাবিলা প্রটোকল তৈরি।

২. **স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ**
   - চিকিৎসা ও মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের দ্রুত নিয়োগ।
   - প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার বিষয়ে কারাকর্মীদের **সক্ষমতা বৃদ্ধি** (Capacity-building)।
   - **টেলিমেডিসিন** (Telemedicine) পরিষেবার প্রসার।
   - শক্তিশালী রোগ নজরদারি ব্যবস্থা (Disease surveillance) গড়ে তোলা।

৩. **অতিরিক্ত ভিড় নিয়ন্ত্রণ** (Addressing Overcrowding)
   - বিচার বিভাগীয় সংস্কারের মাধ্যমে বিচারাধীন মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তি।
   - সামান্য অপরাধের ক্ষেত্রে **জামিন ব্যবস্থার উদারীকরণ** (Liberalization of bail)।
   - কারাবাসের বিকল্প হিসেবে **প্রবেশন** (Probation) এবং সমাজসেবার মতো ব্যবস্থা গ্রহণ।
   - বিদেশি বন্দিদের দ্রুত প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করা।

৪. **কাঠামোগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার**
   - **কারাগার অবকাঠামো:** স্যানিটেশন, ভেন্টিলেশন এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নসহ আধুনিকীকরণ।
   - **ফৌজদারি বিচার সংস্কার:** কারাবাসের ওপর নির্ভরতা কমানো এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিচার নিশ্চিত করা।
   - **জনস্বাস্থ্য একীকরণ:** কারাগারের স্বাস্থ্যসেবাকে **জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের** (National Health Mission) অন্তর্ভুক্ত করা এবং বন্দিদের ডিজিটাল স্বাস্থ্য রেকর্ড তৈরি।
   - **নীতি প্রয়োগ: মডেল প্রিজন ম্যানুয়াল** (Model Prison Manual)-এর অভিন্ন ও কঠোর বাস্তবায়ন।

উপসংহার

ভারতের কারাগার সংকট আসলে **সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের** অধীনে শাস্তির সাথে মানবিক মর্যাদার সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে গভীর কাঠামোগত এবং নৈতিক ব্যর্থতাকে প্রতিফলিত করে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটি **সংস্কারমূলক এবং অধিকার-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি** (Rights-based approach) প্রয়োজন। নেলসন ম্যান্ডেলার মতে, একটি সমাজ তার দুর্বলতম সদস্যদের সাথে কেমন আচরণ করে, তার মাধ্যমেই সেই সমাজের বিচার হয়। তাই কারাগারগুলোকে মানবিক করে তোলা একটি **সভ্যতাগত আবশ্যকতা** (Civilizational imperative)।

Q. Prison health is not merely a correctional issue but a critical governance and public health concern." Examine in the context of overcrowding and institutional deficiencies in India's prison system.

2.1.2. স্বেচ্ছামৃত্যু এবং মর্যাদার সাথে মৃত্যুর অধিকার

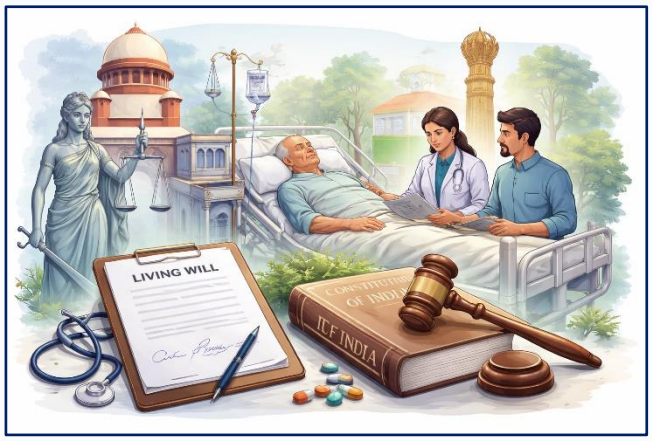

প্রেক্ষিত

একটি যুগান্তকারী ঘটনায়, **হরিশ রানা বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০২৬)** মামলায় সুপ্রিম কোর্ট প্রথমবারের মতো তার **প্যাসিভ ইউথানেসিয়া** (Passive Euthanasia) বা পরোক্ষ স্বেচ্ছামৃত্যুর নির্দেশিকাগুলোর বাস্তব প্রয়োগের অনুমতি দিয়েছে।

স্বেচ্ছামৃত্যু (Euthanasia) সম্পর্কে কিছু তথ্য

গ্রীক শব্দ 'Eu' (ভালো) এবং 'Thanatos' (মৃত্যু) থেকে এই শব্দটি এসেছে, যার আক্ষরিক অর্থ হলো **"ভালো মৃত্যু"** বা **"করুণা করে হত্যা"**। অসহ্য যন্ত্রণা এবং কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ব্যক্তির জীবন শেষ করার প্রক্রিয়াকে এটি বোঝায়।

সম্মতির ওপর ভিত্তি করে এর শ্রেণিবিভাগ:

- **স্বেচ্ছাধীন** (Voluntary): যখন রোগী নিজে স্পষ্ট সম্মতি দেন।
- **অ-স্বেচ্ছাধীন** (Non-voluntary): যখন রোগী নিজে সম্মতি দিতে অক্ষম (যেমন- কোমায় থাকা অবস্থা) এবং পরিবার বা অভিভাবক সিদ্ধান্ত নেন।
- **ইচ্ছার বিরুদ্ধে** (Involuntary): রোগীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জীবন কেড়ে নেওয়া (এটি খুনের সমান এবং বিশ্বজুড়ে অবৈধ)।

সক্রিয় বনাম পরোক্ষ স্বেচ্ছামৃত্যু (Active vs. Passive Euthanasia)

বৈশিষ্ট্য	সক্রিয় স্বেচ্ছামৃত্যু (Active)	পরোক্ষ স্বেচ্ছামৃত্যু (Passive)
সংজ্ঞা	মৃত্যুর জন্য সরাসরি পদক্ষেপ নেওয়া।	জীবনদায়ী চিকিৎসা বা ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া।
প্রকৃতি	সরাসরি হস্তক্ষেপ।	স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হতে দেওয়া।
ভারতে আইনি অবস্থা	**অবৈধ**।	**বৈধ** (সুপ্রিম কোর্টের কঠোর নির্দেশিকা মেনে)।
উদাহরণ	প্রাণঘাতী ইঞ্জেকশন দেওয়া।	ভেন্টিলেটর বা ফিডিং টিউব সরিয়ে নেওয়া।
SC ২০২৬ স্পষ্টীকরণ	"স্বেচ্ছামৃত্যু" শব্দটি এখন শুধুমাত্র **সক্রিয় স্বেচ্ছামৃত্যুর** ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।	একে এখন দাপ্তরিকভাবে **"চিকিৎসা প্রত্যাহার বা বন্ধ রাখা"** বলা হয়।

স্বেচ্ছামৃত্যু সংক্রান্ত আইনি ও সাংবিধানিক বিধান

- **২১ নম্বর অনুচ্ছেদ** (Article 21): 'জীবনের অধিকার' একটি মৌলিক অধিকার। সুপ্রিম কোর্ট এর ব্যাখ্যায় বলেছে, এর অর্থ হলো **"মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার অধিকার"**, যার মধ্যে **"মর্যাদার সাথে মৃত্যুর অধিকার"** অন্তর্ভুক্ত।
- **২২৬ নম্বর অনুচ্ছেদ** (Article 226): হাইকোর্টের রিট জারির ক্ষমতা রয়েছে; অচেতন রোগীদের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদনের জন্য পরিবারগুলো সাধারণত এখানেই প্রথম দ্বারস্থ হয়।
- **ভারতীয় ন্যায় সংহিতা** (BNS), **২০২৩:** সক্রিয় স্বেচ্ছামৃত্যু **ধারা ১০০** (অপরাধমূলক নরহত্যা) বা **ধারা ১০১** (খুন) অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ।

স্বেচ্ছামৃত্যু নিয়ে বিচারবিভাগীয় বিবর্তন

আইনি যাত্রাটি **"জীবনের পবিত্রতা"** থেকে **"জীবনের মান"**-এর দিকে পরিবর্তিত হয়েছে:

১. **মারুতি শ্রীপতি দুবল (১৯৮৭):** বোম্বে হাইকোর্ট রায় দিয়েছিল যে "বেঁচে থাকার অধিকারের" মধ্যে "মরার অধিকারও" আছে (আত্মহত্যাকে অপরাধমুক্ত করা হয়েছিল)।

২. **জ্ঞান কৌর বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (১৯৯৬):** সুপ্রিম কোর্ট আগের রায়টি বদলে দেয় এবং জানায় যে ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ জীবনকে রক্ষা করার জন্য, শেষ করার জন্য নয়।

৩. **অরুনা শানবাগ বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০১১):** প্রথমবারের মতো হাইকোর্টের অনুমতি সাপেক্ষে বিশেষ পরিস্থিতিতে **পরোক্ষ স্বেচ্ছামৃত্যুর** (Passive Euthanasia) স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

৪. **কমন কজ বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০১৮):** সুপ্রিম কোর্ট **মর্যাদার সাথে মৃত্যুকে** একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করে। এটি **"লিভিং উইল"** (Living Wills) বা অগ্রিম চিকিৎসা নির্দেশিকাকে বৈধতা দেয়।

৫. **হরিশ রানা মামলা (২০২৬):** আদালত নিশ্চিত করেছে যে CANH (ক্লিনিক্যালি অ্যাসিস্টেড নিউট্রিশন অ্যান্ড হাইড্রেশন বা কৃত্রিমভাবে খাবার ও জল সরবরাহ) একটি চিকিৎসা হিসেবে গণ্য হবে এবং এর কোনো সুফল না থাকলে তা প্রত্যাহার করা যেতে পারে।

স্বেচ্ছামৃত্যুর পক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি

"প্রো-চয়েস" বা পছন্দের স্বাধীনতার পক্ষে যুক্তি

- **মর্যাদার মৌলিক অধিকার: ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের** অধীনে, "বেঁচে থাকার অধিকার" কেবল পশুদের মতো বেঁচে থাকা নয়; বরং যখন জীবন অসহ্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, তখন **মর্যাদার সাথে মৃত্যুর অধিকারও** এর অন্তর্ভুক্ত।
- **শারীরিক স্বায়ত্তশাসন:** নিজের শরীরের ওপর একজন ব্যক্তির চূড়ান্ত অধিকার রয়েছে। এর মধ্যে চিকিৎসার হস্তক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করার (যেমন: **লিভিং উইল**) পছন্দও অন্তর্ভুক্ত।
- **ব্যর্থ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি:** আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি একজন ব্যক্তিকে মানসিকভাবে মৃত হওয়ার দীর্ঘ সময় পরেও শারীরিকভাবে "জীবিত" রাখতে পারে। স্বেচ্ছামৃত্যু এই **"অর্থহীন" যন্ত্রণার** অবসান ঘটায়।
- **অর্থনৈতিক ও সম্পদের যুক্তি:** ভারতের মতো একটি দেশে যেখানে রোগীর তুলনায় হাসপাতালের বেড কম, সেখানে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা নেই এমন রোগীদের পেছনে আইসিইউ (ICU) সম্পদ ব্যয় না করে, তা সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকা রোগীদের জন্য ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত।
- **নিষ্ঠুরতার বদলে মমতা:** কৃত্রিমভাবে টিউবের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে মৃতপ্রায় অবস্থায় (Persistent Vegetative State) বাঁচিয়ে রাখাকে ইদানীং সুপ্রিম কোর্ট "সেবা"র বদলে **"নিষ্ঠুরতা"** হিসেবে দেখছে।

"প্রো-লাইফ" বা জীবনের পবিত্রতার পক্ষে যুক্তি

- **অপব্যবহারের ঝুঁকি** (Slippery Slope): সম্পত্তির লোভে আত্মীয়দের দ্বারা বা প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীদের বোঝা মনে করে রাষ্ট্রের দ্বারা এই আইনের **অপব্যবহারের** গুরুতর আশঙ্কা থাকে।
- **জীবনের পবিত্রতা:** অনেক ধর্মীয় ও নৈতিক কাঠামো বিশ্বাস করে যে জীবন একটি পবিত্র উপহার; এর সমাপ্তি হওয়া উচিত স্বাভাবিকভাবে। মানুষের **"ঈশ্বর হওয়ার চেষ্টা"** করা উচিত নয়।
- **চিকিৎসা নীতি:** এটি **হিপোক্রেটিক ওথ** বা চিকিৎসকদের শপথের ("প্রথমত, কোনো ক্ষতি করো না") বিরোধী। এটি ডাক্তার ও রোগীর মধ্যকার বিশ্বাস নষ্ট করতে পারে।
- **প্যালিয়েটিভ কেয়ারের অভাব:** সমালোচকদের মতে, উন্নতমানের ব্যথা উপশমকারী চিকিৎসার (Palliative Care) অভাবেই মানুষ স্বেচ্ছামৃত্যু চায়। এই চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত হলে মৃত্যুর ইচ্ছা কমে যায়।

- **সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা:** চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত উন্নত হচ্ছে। আজকের "লাইফ-সাপোর্টে" থাকা রোগীর জন্য কাল হয়তো কোনো নতুন চিকিৎসা আবিষ্কৃত হতে পারে। স্বেচ্ছামৃত্যু একটি অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত।

ভবিষ্যৎ পথ

একটি মানবিক এবং দক্ষ পরিকাঠামো তৈরির জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো জরুরি:

- **একটি পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়ন:** সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্র সরকারকে একটি সংসদীয় আইন তৈরির অনুরোধ করেছে, যা বর্তমানের অন্তর্বর্তীকালীন বিচারবিভাগীয় নির্দেশিকার বদলে একটি স্থায়ী স্বচ্ছতা আনবে।
- **প্যালিয়েটিভ কেয়ারের সার্বজনীনকরণ:** মর্যাদার সাথে মৃত্যুর অধিকার উন্নত প্যালিয়েটিভ কেয়ারের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটিকে **আয়ুষ্মান ভারত (PM-JAY)** প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- **ABHA-এর মাধ্যমে ডিজিটালকরণ:** "লিভিং উইল" বা অগ্রিম নির্দেশিকাগুলোকে সরাসরি **আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল হেলথ অ্যাকাউন্ট (ABHA)**-এর সাথে যুক্ত করতে হবে, যাতে জরুরি অবস্থায় ডাক্তাররা তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
- **চিকিৎসা প্রটোকল বা নিয়মাবলী নির্ধারণ:** হরিশ রানা মামলার প্রেক্ষিতে, কৃত্রিমভাবে খাবার ও জল সরবরাহ (CANH) বন্ধ করার জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়ম থাকা দরকার, যাতে ডাক্তারদের ওপর "অনাহারে রাখা" বা "হত্যার" অভিযোগ না আসে।
- **জনসচেতনতা বৃদ্ধি:** "লিভিং উইল" বিষয়টি এখনো সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়নি। জাতীয় স্তরে প্রচারণার মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করতে হবে যাতে তারা সুস্থ অবস্থায় নিজেদের সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখতে পারেন।

উপসংহার

ভারতের আইনি দৃষ্টিভঙ্গি **"জীবনের পবিত্রতা"** থেকে **"জীবনের মান"**-এর দিকে সরে আসা একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। এখন প্রয়োজন বিচারবিভাগীয় সহানুভূতিকে একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক ও আইনি কাঠামোর মধ্যে আনা, যাতে মানুষের মর্যাদা রক্ষা পায়।

Q. "The recognition of the Right to Die with Dignity reflects the evolving interpretation of Article 21 of the Indian Constitution." Discuss in the light of recent Supreme Court judgments on euthanasia.

2.2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

2.2.1. ভারতের প্রতিবেশী নীতি

ধারণা এবং মূল দর্শন

'প্রতিবেশী প্রথম' নীতি (NFP) হলো ভারতের বিদেশ নীতির প্রধান ভিত্তি। ভারতের সমৃদ্ধি তার প্রতিবেশীদের স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত—এই বিশ্বাস থেকেই এই নীতির জন্ম।

- **নীতিসমূহ (৫-এস কাঠামো): সম্মান** (Respect), **সংবাদ** (Dialogue), **শান্তি** (Peace), **সমৃদ্ধি** (Prosperity), এবং **সংস্কৃতি** (Culture)।
- **দৃষ্টিভঙ্গি:** এটি "দাদাগিরি" বা বড় ভাইয়ের আধিপত্য থেকে বেরিয়ে এসে একটি **পারস্পরিক সহযোগিতামূলক**, **পরামর্শমূলক** এবং **ফলাফল-মুখী** অংশীদারিত্বের দিকে অগ্রসর হয়েছে (যা গুজরাল ডকট্রিন দ্বারা অনুপ্রাণিত)।

- **প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো:** সার্ক (SAARC)-এর স্থবিরতার বিকল্প হিসেবে **বিবিআইএন** (বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপাল) এবং **বিমসটেক** (BIMSTEC)-এর মতো উপ-আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলোর ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

প্রতিবেশীর পরিধি

১. **নিকটতম প্রতিবেশী**

- **স্থলপথের প্রতিবেশী:** আফগানিস্তান, পাকিস্তান, চীন, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ এবং মিয়ানমার।
- **জলপথের প্রতিবেশী:** শ্রীলঙ্কা এবং মালদ্বীপ।

২. **বর্ধিত প্রতিবেশী**

- **অ্যাক্ট ইস্ট লিঙ্ক:** থাইল্যান্ড, লাওস, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন (বিমসটেক এবং আসিয়ান-এর মাধ্যমে)।
- **মধ্য এশিয়ার সাথে সংযোগ:** কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান এবং উজবেকিস্তান।
- **পশ্চিম এশিয়া/মধ্যপ্রাচ্য:** সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE), সৌদি আরব, ওমান, কাতার এবং ইরান (জ্বালানি নিরাপত্তা এবং IMEC করিডোরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ)।

৩. **কৌশলগত ক্ষেত্র (IOR এবং SAGAR)**

এটি মূলত **ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের (IOR)** দ্বীপ রাষ্ট্র এবং উপকূলীয় দেশগুলোর ওপর নজর দেয়, যেখানে ভারত একজন **"নিরাপত্তা প্রদানকারী" (Net Security Provider)** হিসেবে কাজ করে।

- **দ্বীপ রাষ্ট্রসমূহ:** মরিশাস, সেশেলস, কমোরোস, মাদাগাস্কার এবং রিইউনিয়ন আইল্যান্ড (ফরাসি অঞ্চল)।
- **উপকূলীয় রাষ্ট্রসমূহ:** মোজাম্বিক, তানজানিয়া, কেনিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা (পশ্চিম ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল)।

ভারতের 'প্রতিবেশী প্রথম' নীতির উদ্দেশ্যসমূহ

- **আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা:** অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে **আফগানিস্তান, পাকিস্তান** এবং **মিয়ানমার** থেকে আসা আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদ এবং উগ্রবাদের বিস্তার রোধ করা।
- **কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন:** আঞ্চলিক নেতৃত্ব বজায় রাখতে **শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ** এবং **নেপালে** চীনের "স্ট্রিং অফ পার্লস" এবং বিআরআই (BRI) প্রকল্পের প্রভাব মোকাবিলা করা।
- **অর্থনৈতিক একীকরণ:** যৌথ সমৃদ্ধির জন্য **বাংলাদেশ, ভুটান** এবং **নেপালে** বিবিআইএন (BBIN) এবং বিদ্যুৎ গ্রিডের মাধ্যমে ভৌত ও ডিজিটাল সংযোগ বাড়ানো।
- **নিরাপত্তা প্রদানকারী: সাগর (SAGAR)** ভিশনের অধীনে **মরিশাস, সেশেলস** এবং **মালদ্বীপে** সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় (HADR) নেতৃত্ব দেওয়া।
- **সাংস্কৃতিক নরম শক্তি (Soft Power): নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ** এবং **শ্রীলঙ্কার** সাথে অভিন্ন ধর্মীয় ও ভাষাগত ঐতিহ্যকে কাজে লাগিয়ে আস্থার সংকট দূর করা।

'প্রতিবেশী প্রথম' নীতির প্রধান স্তম্ভসমূহ

১. **সংযোগ: ভৌত এবং ডিজিটাল**

- **অবকাঠামো:** উত্তর-পূর্ব ভারতের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য **কালাদান প্রকল্প** (মিয়ানমার) এবং **আগরতলা-আখাউড়া রেল** সংযোগের (বাংলাদেশ) মতো "মাল্টিমোডাল ট্রানজিট"-এর ওপর গুরুত্ব দেওয়া।

- **ডিজিটাল:** একটি আঞ্চলিক ডিজিটাল অর্থনীতি গড়ে তুলতে **ভুটান, নেপাল** এবং **শ্রীলঙ্কার** মতো দেশে ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তি যেমন UPI এবং RuPay কার্ড চালু করা।

২. **অর্থনৈতিক একীকরণ এবং জ্বালানি নিরাপত্তা**

- **বাণিজ্যিক সুবিধা:** ক্ষুদ্র প্রতিবেশীদের জন্য ভারতের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশের সুবিধা দেওয়া (যা **গুজরাল ডকট্রিন**-এর অধীনে একতরফা সুবিধা হিসেবে পরিচিত)।
- **জ্বালানি গ্রিড:** একটি আঞ্চলিক বিদ্যুৎ বাজার তৈরির লক্ষ্যে **ভারত-নেপাল-বাংলাদেশ** ত্রিপক্ষীয় বিদ্যুৎ বাণিজ্যের (২০২৪-২০২৬) মতো ঐতিহাসিক প্রকল্প বাস্তবায়ন।

৩. **কৌশলগত এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা**

- **নিরাপত্তা প্রদানকারী: সাগর (SAGAR)** ভিশনের আওতায় সামুদ্রিক পাহারা এবং জলদস্যুতা বিরোধী অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়া।
- **কৌশলগত ভারসাম্য:** দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং **মালদ্বীপ** ও **শ্রীলঙ্কার** সাথে মুদ্রা বিনিময় চুক্তির মাধ্যমে চীনের বিআরআই (BRI) প্রভাব মোকাবিলা করা।

৪. **মানবিক এবং সংকটে প্রথম সাড়াদানকারী**

- **দুর্যোগ মোকাবিলা:** যেকোনো সংকটে সবার আগে এগিয়ে আসা, যেমন **নেপালের ভূমিকম্প** বা **শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক সংকটে** ৪ বিলিয়ন ডলারের সহায়তা প্রদান।
- **স্বাস্থ্য কূটনীতি:** মহামারীর সময় **ভ্যাকসিন মৈত্রী** (Vaccine Maitri)-র মতো উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশগুলোতে জরুরি চিকিৎসা সহায়তা পৌঁছে দেওয়া।

৫. **সাংস্কৃতিক সংযোগ**

- **অভিন্ন ঐতিহ্য:** প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাতে **বৌদ্ধ সার্কিট** (নেপাল/ভুটান) এবং **রামায়ণ সার্কিট** (শ্রীলঙ্কা) প্রচার করা।
- **জনগণের সাথে যোগাযোগ:** দক্ষিণ এশিয়ার ছাত্র ও পেশাজীবীদের জন্য আইটেক (ITEC) প্রোগ্রাম এবং বৃত্তির সুবিধা বাড়ানো।

সাম্প্রতিক ঘটনাবলি

আঞ্চলিক কূটনীতিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটছে:

- **রাজনৈতিক পরিবর্তন: বাংলাদেশ** এবং **নেপালে** সাম্প্রতিক নির্বাচনের পর ভারত "প্যালেস ডিপ্লোম্যাসি" (নির্দিষ্ট নেতাদের ওপর নির্ভরশীলতা) থেকে সরে এসে **"পিপল ডিপ্লোম্যাসি"** বা জনগণের সাথে সংযোগের নীতি গ্রহণ করছে। এর ফলে নতুন যুব আন্দোলন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক অংশীদারদের সাথে যোগাযোগ বাড়ছে।
- **পশ্চিম এশিয়ার প্রভাব:** আজকের সম্পাদকীয়গুলোতে উঠে এসেছে যে, পশ্চিম এশিয়ার ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা ভারতকে তার সামুদ্রিক অঞ্চল সুরক্ষিত করতে বাধ্য করছে। এর লক্ষ্য হলো জ্বালানি করিডোর এবং IMEC (ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোর) রক্ষা করা।
- **জলবায়ু ও স্বাস্থ্য কূটনীতি:** যৌথ দুর্যোগ ত্রাণ (HADR) এবং ডিজিটাল গভর্ন্যান্স টুলস (ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্ম) শেয়ার করার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী প্রাতিষ্ঠানিক নির্ভরতা তৈরির একটি প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে।

ভারতের 'প্রতিবেশী প্রথম' নীতির প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- **জ্বালানি অনিরাপত্তা: হরমুজ প্রণালী** (যা আজ মূলত বন্ধ) এলাকায় অস্থিরতার কারণে তেলের দাম প্রতি ব্যারেল **১০০ ডলার** ছাড়িয়ে গেছে। এটি ভারত এবং তার প্রতিবেশী (বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা) দেশগুলোর অর্থনীতিতে চাপ সৃষ্টি করছে, যারা এখন জ্বালানি সহায়তার জন্য ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে।
- **প্রবাসী ভারতীয়দের ঝুঁকি:** উপসাগরীয় দেশগুলোতে বসবাসরত প্রায় **২.৫ কোটি দক্ষিণ এশীয়** (যার মধ্যে ১ কোটি ভারতীয়) এই যুদ্ধের কারণে সরাসরি হুমকির মুখে। সম্প্রতি **আবুধাবিতে** ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে মৃত্যু এবং উদ্ধার অভিযানগুলো এই বিশাল মানবিক ঝুঁকির ইঙ্গিত দেয়।
- **সামুদ্রিক নিরাপত্তার পরীক্ষা:** ভারত মহাসাগরে (যেমন সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফুজিরাহ-র কাছে) বাণিজ্যিক জাহাজে ক্রমবর্ধমান হামলা ভারতের **"নিরাপত্তা প্রদানকারী" (Net Security Provider)** ইমেজকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। বর্তমানে ভারতীয় নৌবাহিনী যুদ্ধজাহাজ পাহারার কাজে (অপারেশন সংকল্প) বড় সম্পদ ব্যয় করতে বাধ্য হচ্ছে।
- **কূটনৈতিক ভারসাম্য (আস্থার অভাব):** পশ্চিম এশিয়া ইস্যুতে **বাংলাদেশ, মালদ্বীপ এবং শ্রীলঙ্কা** অনেক বেশি সরব অবস্থান নিয়েছে। ভারতের অবস্থান পশ্চিমী বা ইসরায়েলঘেঁষা বলে মনে হওয়ায় প্রতিবেশীদের কাছে ভারতের "গ্রহণযোগ্যতা" কিছুটা প্রশ্নের মুখে পড়ছে।
- **যোগাযোগে বাধা:** পশ্চিম এশিয়া যুদ্ধের ফলে IMEC করিডোরের কাজ থমকে গেছে। এর ফলে ভারত এখন ইরান ও চাবাহারের মাধ্যমে INSTC রুটে জোর দিতে বাধ্য হচ্ছে, যা নিজেও বিভিন্ন হামলার কারণে জটিল অবস্থায় রয়েছে।
- **চীনের প্রভাব:** ভারত যখন পশ্চিম এশিয়ার সামুদ্রিক নিরাপত্তা নিয়ে ব্যস্ত, তখন **চীন** দ্রুত এবং রাজনৈতিক শর্তহীন অবকাঠামো অর্থায়নের প্রস্তাব দিচ্ছে। এটি জ্বালানি সংকটে ভোগা প্রতিবেশী দেশগুলোর কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে।
- **আফগানিস্তান-পাকিস্তান মৌলবাদ:** আজ **আফগানিস্তানে পাকিস্তানের বিমান হামলার** (কাবুলের হাসপাতালে) খবর এই অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান উগ্রবাদ এবং সীমান্ত যুদ্ধের সংকেত দিচ্ছে, যা ভারতের পশ্চিম সীমান্তকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে।

ভবিষ্যৎ পথচলা

- **"জনগণের কূটনীতিতে" গুরুত্ব:** নির্দিষ্ট নেতার ওপর নির্ভর না করে যুব আন্দোলন এবং সুশীল সমাজের সাথে যুক্ত হওয়া (যেমনটা সাম্প্রতিক **বাংলাদেশ ও নেপালের** ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে)।
- **বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার:** চীনের বিআরআই (BRI)-এর গতির সাথে তাল মেলাতে ভারতের বিদ্যমান প্রজেক্টগুলো (যেমন কালাদান, আগরতলা-আখাউড়া রেল) দ্রুত সম্পন্ন করা।
- **ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (DPI) রপ্তানি:** পুরো প্রতিবেশী অঞ্চলে ভারতের ডিজিটাল ব্যবস্থা (UPI, RuPay, ONDC) ছড়িয়ে দেওয়া যাতে ভারত-কেন্দ্রিক একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক ডিজিটাল অর্থনীতি গড়ে ওঠে।
- **ত্রাণ সহায়তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ:** পশ্চিম এশিয়া যুদ্ধ বা জলবায়ু সংকটের ফলে তৈরি হওয়া সমস্যা সমাধানে একটি স্থায়ী **"আঞ্চলিক দুর্যোগ ও স্বাস্থ্য টাস্ক ফোর্স"** গঠন করা।
- **অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও বিদেশ নীতি আলাদা করা:** ভারতের অভ্যন্তরীণ বিতর্কগুলো (যেমন নাগরিকত্ব বা পরিযান ইস্যু) যেন **বাংলাদেশের** মতো গুরুত্বপূর্ণ বন্ধুদের সাথে সম্পর্কের অবনতি না ঘটায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।
- **সামুদ্রিক যৌথ নিরাপত্তা:** আরব সাগরে নতুন হুমকি মোকাবিলায় **কলোম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভ** এবং **সাগর (SAGAR)** ভিশনকে আরও শক্তিশালী করা।

উপসংহার

ভারতকে অবশ্যই একটি **"কৌশলগত নোঙর"** (Strategic Anchor) হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ডিজিটাল অবকাঠামো এবং একতরফা সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে একটি স্থিতিশীল ও ঐক্যবদ্ধ উপ-মহাদেশ গড়ে তুলতে হবে, যা বৈশ্বিক আঘাত সহ্য করতে পারবে এবং ভারতকে একজন প্রকৃত **নিরাপত্তা প্রদানকারী** হিসেবে তুলে ধরবে।

Q. "India's Neighbourhood First Policy is increasingly being tested by evolving regional and global challenges." Examine in the context of recent geopolitical developments.

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

Click here to watch this video